গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
জেলা তথ্য অফিস, খুলনা
www.infokhulna.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৫.৫৬.৪৭০০.০০০.০৭৩.১৬.০০০২.২৫.৯৩

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩ / ১৫ অক্টোবর ২০২৬

বিষয়: **অক্টোবর-২০২৬ মাসের প্রথম পক্ষের জনমত প্রতিবেদন প্রেরণ।**

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি : খুলনার বিদ্যুৎ পরিস্থিতিতে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং জ্বালানিনির্ভরতা কমাতে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হলেও এখনো বেশ কিছু বাস্তবমুখী চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। একদিকে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) শহরের আবাসিক এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখতে কাজ করছে। পাশাপাশি জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় বিষয় : খুলনায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে বিশেষ ডেঙ্গু কর্নার স্থাপন, নিয়মিত চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখা, সিভিল সার্জন কার্যালয় ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে মশার লার্ভা ধ্বংসে লার্ভিসাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মফস্বল এলাকা থেকে আসা জটিল রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ), বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসুবিধার সীমাবদ্ধতা উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলছে। সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার, হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জরুরি চিকিৎসাসুবিধা সম্প্রসারণ এবং ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে খুলনা জেলা তথ্য অফিস।

পরিবেশ : খুলনায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে খুলনা সিটি কর্পোরেশন, জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস সমন্বিতভাবে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগরীর ৩১টি ওয়ার্ডে নিয়মিত লার্ভিসাইডিং, ফগিং ও বিশেষ চিরুনি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে পৃথক ডেঙ্গু কর্নার চালু, প্রয়োজনীয় এনএস১ (NS১) পরীক্ষার কিট সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসামগ্রী নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, স্কুল-কলেজ, মসজিদ ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এ ছাড়া বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, খুলনার উদ্যোগে মাইকিং, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডেঙ্গুর লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায়, এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং সময়মতো চিকিৎসাসেবা গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর এসব উদ্যোগ ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও চিকিৎসাসেবা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে কার্যক্রমগুলোর স্থায়িত্ব, নিয়মিত তদারকি এবং সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর অগ্রগতি অর্জন সম্ভব।

আইন শৃঙ্খলা : খুলনার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও র‍্যাবের টহল জোরদার, যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযান, অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। তবে এসব উদ্যোগের পাশাপাশি ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতার অভিযোগ, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামলা ও সংঘর্ষের মতো ঘটনা জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বিরোধের প্রেক্ষাপটে অপরাধ দমন এবং আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে নগরীর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে নিয়মিত টহল ও নজরদারি বৃদ্ধি, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ দ্রুত তদন্ত এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অভিযোগ গ্রহণ, ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও আইনের প্রতি মানুষের আস্থা সুদৃঢ় করা প্রয়োজন।

দ্রব্যমূল্য : খুলনার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে সামগ্রিকভাবে তুলনামূলক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও সবজি, ডাল, ডিম, মাংস ও কয়েকটি কৃষিপণ্যের দামে ওঠানামা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয় ময়লাপোতা সান্ধ্য বাজার, গল্লামারী বাজার, সোনাডাঙ্গা কাঁচাবাজার ও জোড়াকল বাজার পরিদর্শনে দেখা গেছে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে কিছু সবজির দাম কেজিপ্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। তবে আলু, পেঁয়াজ ও রসুনের দাম আগের তুলনায় স্থিতিশীল রয়েছে। বাজারসংশ্লিষ্টদের মতে, সরবরাহব্যবস্থা, পরিবহন ব্যয় ও পণ্যের প্রাপ্যতার পরিবর্তন দামের ওঠানামায় প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে, কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যের দাম বাড়ানোর অভিযোগও রয়েছে।

নৈতিক অবক্ষয় : নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে জেলা প্রশাসন, জেলা তথ্য অফিসের প্রচার ও প্রচারনা অব্যাহত রয়েছে । আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সচেষ্ট

রয়েছে।

অপপ্রচার : অপপ্রচাররোধে বিশেষকরে গুজব প্রতিরোধে জেলা পুলিশের বিশেষ কাযক্রম চলমান। কেউ যাতে অপপ্রচার চালাতে না পারে সেইজন্য সার্বক্ষনিক মনিটরিং ব্যবস্থা ও সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম খুলনায় চলমান আছে। “হেল্প লাইন” দেওয়া নাম্বরে কল করার জন্য বলা আছে।

১৫-১০-২০২৬
গাজী জাকির হোসেন
পরিচালক
ফোন : ০২৪৭৭৭২১৮৪২
ফ্যাক্স : ০২৪৭৭৭২১৮৪২
ইমেইল : ddinfoklna@gmail.com

মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)
মহাপরিচালক-এর দপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।